প্রকল্প পরিচিতি ও লক্ষ্যঃ

প্রকল্পের বাংলা নাম: "দক্ষতা, সক্ষমতা ও এডভোকেসী প্রচারাভিজানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা"

প্রকল্পের ইংরেজী নাম: Enhance Women Political Empowerment in Bangladesh through Developing Skill, Capacity and Advocacy Campaign

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশা:

- নারীদের রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে।
- নারী ভোটারের সংখ্যা বর্তমান হার থেকে বাড়বে।
- নারীদের বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির মান বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিক অংশগ্রহন বাড়বে।
- লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যতা ও নারীদের প্রতি সহিংসতা কমবে।
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য

ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (ওয়াদা) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত একটি এনজিও। সংস্থাটি নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।
তথ্য ও যোগাযোগের জন্য ঃ-

WADA ওয়াদা
দশানী, বাগেরহাট - ৯৩০০।
ফোন: ০২৪৭৭৭৫২৪৬৫, মোবাইল: ০১৭২২৩৩৪৩৯৯
ইমেইল: wada@wadabd.org , infowada.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.wadabd.org
ফেইসবুক: facebook.com/wada916

POWER

Promoting Opportunity for Women Empowerment and Rights

চাই সম অধিকার
রাজনীতিতে অংশগ্রহন করিবার

দক্ষতা, সক্ষমতা ও এডভোকেসী প্রচারাভিজানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা

WADA ওয়াদা
Welfare Association for Development Alternative (WADA)
www.wadabd.org

POWER

Promoting Opportunity for Women Empowerment and Rights

আমরা নারী, আমরাই পারি মানুষের পাশে দাঁড়াবার
রাজনীতিতে অংশগ্রহন আমার সম অধিকার

WADA ওয়াদা
Welfare Association for Development Alternative (WADA)
www.wadabd.org

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা যদি পশ্চাৎপদ থাকে, তাহলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তা ছাড়া আধুনিক ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিই জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ হিসেবে নারী রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোনো জীব নয়। রাজনীতির মূল বিষয় হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো রাজনীতি। ক্ষমতা অর্জন এবং তা ধরে রাখার সংগ্রাম, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগ বা তার প্রতিরোধমূলক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে রাজনীতি আবর্তিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজ ও রাষ্ট্রের সব সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রধান চাবিকাঠি। ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোর সেই জায়গায় আরোহণ, যেখানে জনগণের জন্য সম্পদের মালিকানা বণ্টন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জিত হয়। অথচ শ্রেণি বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নারীরা আজও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণ থেকে অনেক দূরে। ফলে দৃশ্যমান রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব এখনো নগণ্য।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও)-এ একটি ধারা যুক্ত করা হয় ২০০৯-এর সংশোধনীতে। এই ধারায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ের মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু অদ্যবধি সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তাই আরপিও বাস্তবায়নের লক্ষেও রাজনৈতিক দলগুলো নারীর অংশগ্রহনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

বর্তমান বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের নানা প্রসঙ্গে কথা বলা হলেও এটা এখন প্রায় স্বীকৃত যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া নারীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর সংখ্যাগত ও গুনগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। রাজনীতিতে নারীদের আরো অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে উন্নয়ন সংস্থা **ওয়াদা** কাজ করছে। কারন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে সমাজে ন্যায্যতা, বৈষম্যহীনতা, সমতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ওয়াদা বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হলে তাকে কোন না কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক দলের কমিটিতে যুক্ত থাকতে হবে। আর কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে তাদেরকে স্থানীয়ভাবে কোন না কোন সামাজিক/সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে হবে।

সাধারনত দেখা যায় যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের কার্যকর অন্তর্ভূক্তিকরণে (রাজনৈতিক দল বা দলের কমিটিতে) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদি, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পুরুষ সমাজের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। বিষয়টি অনুধাবনে প্রকল্পের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহনের জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ও নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করে তাদের দলে যাতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি উদ্যমী যুব নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ এবং সেখানে যাতে করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিসহ উদ্বুদ্ধ করা হয়েছ।

রাজনীতিতে কিংবা সরকারে অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে বা আইন সভায় নারীর অংশগ্রহণ মানে আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের তালিকা বদলে দেয়া, লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে নতুন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মূলধারার রাজনীতিতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত করতে পারা।

রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ বাংলাদেশে আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের চালকের আসনে নারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার জোরালো প্রতিফলন নেই। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশেষ কাউন্সিলে গঠিত স্থানীয় কমিটিগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২০ সালের মধ্যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও সে লক্ষ্য পূরণে এখনো তেমন অগ্রগতি নেই।

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলে নারীদের দেখা গেলেও, ধর্মভিত্তিক দলগুলোতে তা নেই বললেই চলে। দেশে নিবন্ধিত ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল ১১টি। এদের মধ্যে এমন দলও আছে, যাদের কেন্দ্রীয় বা তৃণমূলের কোনো কমিটিতেই কোনো নারী সদস্য নেই।

এটা ধরেই নেয়া হয় যে, নারীদের রাজনৈতিক দলের মূল কমিটিতে অংশ নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁদের জন্য নারী সহযোগী সংগঠনই যথেষ্ট। তা ছাড়া, নারীরা নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। আবার অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে, নারীদের জন্য শুধু নারী সংগঠন, আর মূল দলের সব পদ পুরুষের দখলে শুধু নারীবিষয়ক সম্পাদক পদটি বাদে। যে নারী ছাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবে ছাত্র সংগঠনে যাবেন, যে নারী কৃষির সঙ্গে জড়িত, তার কৃষক সংগঠনে যাওয়াই স্বাভাবিক, যে নারী শ্রমিক তিনি শ্রমিক সংগঠনে যাবেন; কিন্তু কার্যত তাদের সবাইকে যেন নারী সংগঠনই করতে হবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাস্তবে নারীদের শুধু রাজনৈতিক সমাবেশে এবং ভোটের সময় নারী ভোটারের জন্য ক্যাম্পেইনে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। নারী সহযোগী সংগঠন এই কাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। কার্যত দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৃণমূলে নারীর কোনো অংশগ্রহণ নেই। বর্তমানে কমিটি করার ক্ষেত্রে যেহেতু আরপিও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এক-দু'জনকে সম্পাদক পদে রেখে বাকিদের সদস্য হিসেবে রেখে দেয়া হয়। এভাবে চলতে থাকলে যে উদ্দেশ্যে এই আইন করা হয়েছে, তা কখনোই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নারীরা টপ ফাইভে না আসতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।